ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 184 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪০ ● কলকাতা ● ০৩ পৌষ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 147

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আলাদা আলাদা গাছ ছিল। জলের পাশে দেওয়ালের উপর আলাদা আলাদা রকমের গাঢ় কমলা রঙের রেখা অঙ্কিত হয়েছিল। ঐ জলে লোহার মাত্রা বেশী ছিল। সেইজন্যে যখন জলের স্তর বেশী ছিল, তখন পাশের দেওয়ালে ঐ লোহাযুক্ত জলের রং লেগে গেছে মনে হয়। এরকম লাগছিল যে জলের দুই প্রান্তের দেওয়ালের উপর কমলা, হলুদ, সাদা, কোথাও কোথাও সবুজ রং দিয়ে পেন্টিং করা হয়েছে।

ক্রমশঃ

# বাংলায় আসছেন অমিত শাহ, কবে আসবেন? তৎপর পদ্ম নেতারা

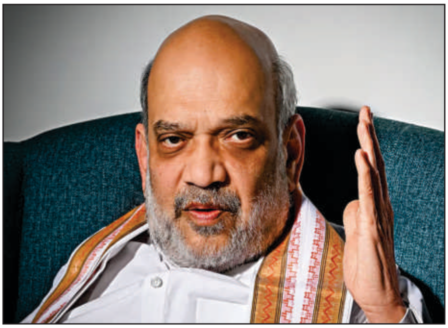

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মতুয়া ভোট ধরতে বাংলায় আসার কথা রয়েছে। বিদেশ থেকে ফিরে বাংলায় আসবেন। কারণ ২০২৬ সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন আছে। ইতিমধ্যেই এসআইআর করার জেরে একটা বড় জনমত বিজেপির বিপক্ষে গিয়েছে। সেটাকেই ফিরিয়ে আনতেই বঙ্গ-বিজেপির ভরসা সেই মোদিই। কিন্তু তিনি কি পারবেন? এই প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে রাজ্য-রাজনীতিতে। তাছাড়া তারপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলা সফরে এসে কোন টোটকা দেন বিজেপি নেতাদের সেটাও দেখার বিষয়। বিহার

এরপর ৩ পাতায়

# রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন কর্মী সম্মেলন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

"অপরাহ্নের আলো" নামে আজ রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর-এর প্রাক্তন কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির প্রাঙ্গণে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় একসময় যাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, স্বল্প সঞ্চয়, স্বনির্ভরতা, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতি নানা প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রামে গ্রামে কাজ করেছেন তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে অনাড়ম্বর ভাবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। করোনা অতিমারির সময় কয়েকজন কর্মীর আগ্রহে 'অপরাহ্নের আলো' নামে একটি গ্রুপের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা চলত। আজ সবাই মুখোমুখি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । আহ্বায়ক জ্যোতির্ময় দাস সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা করেন । এছাড়া স্মৃতিচারণা, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান হয়।অংশগ্রহণ করেন মৃণাল বিশ্বাস, নটবর মণ্ডল, ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরী, তপনকান্তি মণ্ডল, সুকেশ ভৌমিক, তপন মিশ্র, শিউলি সাহা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবীদাস ব্যানার্জী ও অন্যান্য কর্মীরা। শুরুতে প্রয়াত প্রাক্তন কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয় । আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় যে, প্রাক্তন কর্মীদের পারস্পরিক খোঁজ খবর রাখা বা বিপদে আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। এদিন সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা কাজের জন্য এদিন একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কর্মী সদস্যরা কোথাও ভ্রমণ করতে চাইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে নির্ভরযোগ্য স্থানে যোগাযোগ করা, এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা প্রভৃতি নানা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ও এই সম্মেলনে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতি মাসে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ় করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। উপস্থিত সকলে আহ্বায়ক জ্যোতির্ময় দাসকে ধন্যবাদ জানান।

# সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেই, আটক ৩৫ বাংলাদেশি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমার (আইএমবিএল) কাছে ফের অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুটি বাংলাদেশি মাছ ধরার ট্রলার আটক করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। গত ১৬ ডিসেম্বর গভীর সমুদ্রে টহল দেওয়ার সময় উপকূলরক্ষী বাহিনী 'সাবিনা-১' এবং 'রুপাচি সুলতানা' নামে দুই বাংলাদেশি ট্রলারকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়।পুরো ঘটনাটি ঘিরে উপকূল এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। গত নভেম্বর মাসেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের ২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ আটক করা হয় 'এফবি আমিনা গণি' নামক একটি

ট্রলারকে। ট্রলারটিতে ২৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। বাংলাদেশিদের ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতরা বাংলাদেশের কক্সবাজারের বাসিন্দা বলে পুলিশকে জানায়।উপকূলরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, 'সাবিনা-১' ট্রলারে মোট ১১ জন এবং 'রুপাচি সুলতানা' ট্রলারে ২৪ জন নাবিক ছিলেন। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে দুইটি ট্রলার সহ মোট ৩৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়। এরপর নিরাপত্তা বিধি মেনে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজে করে আটক ট্রলার দু'টিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানে পৌঁছনোর পর উপকূল থানার পুলিশের হাতে ট্রলার ও নাবিকদের তুলে দেওয়া হবে।

# দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস কবে? বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কলকাতায় বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ১৫ বছরের শিল্প উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মঞ্চ থেকেই দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন তিনি। আগামী ২৯ ডিসেম্বর এই দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে ডিসেম্বর মাসেই নিউটাউনে শুরু হয়ে যাবে এই দুর্গা অঙ্গন তৈরির কাজ। নবান্নের পক্ষ থেকে সেই ঘোষণা আগেই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিসেম্বরের কোনও একদিন শিলান্যাস হবে তা বলা হয়েছিল। অবশেষে সেই দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। বানিজ্য সম্মেলনের মঞ্চকেই মুখ্যমন্ত্রী বেছে নিয়েছেন দিন ঘোষণার জন্য। এদিন তিনি আরও বলেছেন, তিনি বলেছেন, বাংলা এশিয়ার অন্যতম বড় লজিস্টিক হাব। কে বলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের সম্ভাবনা নেই? কিছু মানুষ শুধুই পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করে। বিনিয়োগে বাংলা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে ২ কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে।

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# বাংলায় আসছেন অমিত শাহ, কবে আসবেন? তৎপর পদ্ম নেতারা

বিধানসভা নির্বাচন জেতার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিহার থেকে গঙ্গা বাংলায় বয়ে যায়। সেভাবেই বাংলা বিজয় হবে। কিন্তু তার আগেই বাংলার পরিস্থিতি বিজেপিকে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ ইতিমধ্যেই ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তার উপর বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, ১ কোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়বে। তাদের নাম বাদ যাবে। যদিও নির্বাচন কমিশন খসড়া তালিকা প্রকাশ করে এমন দাবিতে জল ঢেলে দিয়েছে। আর বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জীবিত ভোটারকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই। সবমিলিয়ে জনমত বিপক্ষে যাবে ভেবেই এই পর পর বঙ্গ সফর বলে মনে করা হচ্ছে।যদিও মোদির সফরের পরই বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলতি মাসের শেষেই তাঁর আশার কথা। আর বাংলায় দু'দিন থাকার কথাও রয়েছে।

এদিকে নয়াদিল্লি সূত্রে খবর, চলতি মাসের ২৯ এবং ৩০ তারিখ অমিত শাহ বাংলায় আসবেন। দু'দিন এখানে থেকে বঙ্গ-বিজেপির নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে বঙ্গ-বিজেপির নেতাদের থেকে শাহ জেনে নেবেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দল কতটা প্রস্তুত রয়েছে। সাংগঠনিক শক্তি, বুথস্তরের পরিকল্পনা এবং সমন্বয় কতটা গড়ে উঠেছে জেনে নেবেন তিনি। তারপর নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে টোটকা দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ এখন বাংলায় এসআইআর চলছে। তাতে বিস্তর গড়মিল দেখা দিয়েছে। বিজেপির বিপক্ষে বাংলা বিরোধিতার অভিযোগ উঠেছে। তাই এই বঙ্গ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যদিকে ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলায় আসার কথা। তারপরই স্বরাষ্ট্রমত্রীর এই সফর নিয়ে বঙ্গ-বিজেপির অন্দরে সাজ সাজ রব। প্রধানমন্ত্রী রানাঘাটের তাহেরপুরে সভা করবেন। তবে অমিত শাহ কোনও সভা করবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী যেখানে এসে সভা করবেন সেখানে ইতিমধ্যেই সভা করে এসেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে কোন বার্তা দেন সেটাই এখন দেখার।

# ৩১ অগস্ট পর্যন্ত 'যোগ্য' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SSC নিয়োগের সময়সীমা আরও ৮ মাস বাড়াল সুপ্রিমকোর্ট। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। ৩১ অগস্ট পর্যন্ত বেতনও পাবেন তাঁরা। নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক ও স্বচ্ছ করার জন্য রাজ্যকে আরও অতিরিক্ত সময় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক করার জন্য নিয়োগের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করেছিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। ৩১ ডিসেম্বরের সময়সীমাকে বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৩১ ডিসেম্বর নয়, ৩১ অগস্ট পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন যোগ্য শিক্ষকরা। ওই ৮ মাস তাঁরা বেতনো পাবেন। ফলে একটু হলেও স্বস্তিতে যোগ্য শিক্ষকরা। আরও ৮ মাসের জন্য তাঁদের কর্মক্ষেত্রের সময় বেড়েছে। তবে রাজ্যকে তারমধ্যেই নতুন নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে।চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সুপ্রিমকোর্টের কালির আঁচড়ে চাকরি গিয়েছিল ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর। তারমধ্যে রয়েচেন যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকরা। যোগ্য শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি করার মেয়াদ বলা হয়েছিল। ততদিনে নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে নতুন নিয়োগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু হাতে বাকি আছে আর মাত্র কয়েকদিন। তাই সুপ্রিমকোর্ট সমস্ত দিকে নজরে রেখে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ আরও ৮ মাস বাড়িয়েছে। বলা হয়েছে, ৮ মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ করতে হবে।

# সম্পাদকীয়

## প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে আসা বাংলাদেশি তরুণীকে ফিরিয়ে দিল বিএসএফ

কথায় আছে, ভালবাসা-প্রেম বর্ণ-জাতি কোনও বাঁধা মানে না! বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হয়ে প্রেমের টানে দূর-দূরান্তে পা রাখছেন অনেকে। সম্প্রতি প্রেমের টানে কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন বাংলাদেশি এক তরুণী। কিন্তু ভারতে ঠাঁই হবে না জানিয়ে তরুণীকে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের কাছে ফিরিয়ে দিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ।অর্চনা সুরিনকে গ্রহণের পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে ফুলবাড়ী থানা পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর তাঁকে BSF বাহিনীর হাতে তুলে দেন ফুলবাড়ী থানার পুলিশ। এরপরে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্যে BSF বাহিনী পিলার ২৯৯/১ এসের কাছে দিনাজপুরের বসুলপুর শেখপাড়া এলাকায় পতাকা বৈঠক করতে আহ্বান জানায় বিজিবি বাহিনীকে। দুই পক্ষের বৈঠকে ওই তরুণীর পরিচয়পত্র যাচাই বাছাই করা হয়। যেখানে প্রমানিত হয়, অর্চনা সুরিন বাংলাদেশের নাগরিক। এরপরেই তাঁকে বিজিবির হাতে হস্তান্তর করে BSF। বিজিবি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন অর্চনা সুরিন (২৭)। এরপরেই তাঁকে আটক করেছিল ভারতীয় পুলিশ।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রায় ঘন্টাব্যাপী পতাকা বৈঠক শেষে তাঁকে বিজিবির কাছে তুলে দেওয়া হয়।

অর্চনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, দীর্ঘদিন ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করতেন তিনি। ফেসবুকের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের ফুলবাড়ির বাসিন্দা দীপঙ্করের সঙ্গে আলাপ হয়। পরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দীপঙ্কর অর্চনাকে বিয়ের আশ্বাস দেন। এরপর একজন ভারতীয় নাগরিকের মাধ্যমে গত ১২ ডিসেম্বর শ্রীমঙ্গল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন অর্চনা। সোজা দীপঙ্করের বাড়িতে চলে যান। কিন্তু প্রেমিকের মা-বাবা তাঁদের বিয়ে দিতে রাজি হননি। এরপর ১৪ ডিসেম্বর পতিরাম থানা পুলিশ সুরিনকে আটক করে।

# বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চল্লিশতম পর্ব)

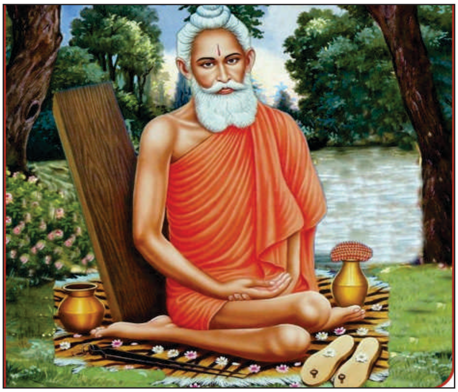

করার জন্যই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন হয় । এই তিরোধান উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কাসহ দেশের লক্ষাধিক লোকনাথ ভক্ত বারদী আশ্রমে এসে সমবেত হন । জৈষ্ঠের উনিশ তারিখ আশ্রমের চৌচালা ছাদের উপর থেকে ভক্তদের ছুঁড়ে দেয়া বাতাসা মিষ্টান্ন ও তা কুড়ানোর উচ্ছ্বল আয়োজন হয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

# দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস কবে? বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে রয়েছে বাংলা। দেউচা-পাচামির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। এদিন তার কথায় উঠে এসেছে বাংলার একাধিক প্রকল্পের কথায়। সেখানে রয়েছে লক্ষীর ভান্ডার থেকে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রীর কথা। সবকিছুতে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে, ব্যবসায়ীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নাম না করে এদিন কেন্দ্রকে নিশানা করেছেন তিনি।২১ জুলাই-এর মঞ্চ থেকে দুর্গা অঙ্গন নির্মাণ করার কথা বলেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দিয়েছিল রাজ্যের মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে শিলান্যাস কবে হবে তার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন আগামী ২৯ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান হতে চলেছে। হিডকো বিকেল ৪টে নাগাদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজকে সম্মান জানিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এই দুর্গা অঙ্গন। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইহাদের নরাস্থি নির্মিত আভরণ, সর্পনির্মিত ভূষণ, মুণ্ডের মালা, ব্যাঘ্রচর্মের বসন, অগ্নিজ্বালার ন্যায় উর্ধ্বে উত্থিত কেশরাজি, দ্রংষ্টাকরাল বদন, তিনটি আরক্ত ও বর্তুল চক্ষু, ক্রোধোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই ভীতির উদ্রেক করিয়া থাকে। ক্রমশঃ


## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# পটচিত্র শিল্পকলার প্রসার ও সংরক্ষণ

**কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫**

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আজ রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারার সুরক্ষা, প্রসার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কলকাতায় ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার (ইজেডসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। পটচিত্র-সহ বিভিন্ন লোকশিল্পের উন্নয়নে ইজেডসিসি নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এই সব অনুষ্ঠানে দেশজুড়ে বিভিন্ন লোকশিল্পী ও পটুয়া শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সাম্মানিক, যাতায়াত ভাতা (টিএ/ডিএ), স্থানীয় পরিবহণ খরচ, থাকা ও খাওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়।

সংসদ সদস্য শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র এবং এর গীতিনাট্যধর্মী উপস্থাপনা—বিশেষত, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পট শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ এবং বিগত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার পটচিত্র শিল্পীদের জন্য দেওয়া আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও বিপণন সংক্রান্ত উদ্যোগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পটচিত্র শিল্পের প্রচারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর)-এর ভূমিকা এবং মেলা, ই-বানিজ্য ও আন্তর্জাতিক মঞ্চের মাধ্যমে এই শিল্পকলার প্রচার সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান— সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত সংস্থা ললিতকলা আকাদেমি (এলকেএ) পটচিত্র শিল্পীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অভিমুখীকরণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করে আসছে, যাতে তাঁরা সমসাময়িক ধারা ও বাজারের চাহিদার সঙ্গে নিজেদের শিল্পচর্চাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। পটচিত্র শিল্পীদের রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগও নিয়মিতভাবে করে দেওয়া হয়।

শ্রী শেখাওয়াত আরও জানান যে, ললিতকলা আকাদেমির কলকাতার আঞ্চলিক কেন্দ্র একটি সপ্তাহব্যাপী শিল্পশিবিরের আয়োজন করেছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ থেকে সাতজন পটুয়া শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে, ললিতকলা আকাদেমির ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক কেন্দ্রেও আয়োজিত শিল্পশিবিরে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে পটচিত্র শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আরও উল্লেখ করে বলেন যে, বিদেশ মন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) বিশ্বব্যাপী ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারের লক্ষ্যে, ২০২৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ওড়িশা রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আইসিসিআর-এর সহায়তায় বিদেশে আয়োজিত প্রদর্শনীতে পটচিত্র শিল্পশৈলীর শিল্পকর্ম অন্তর্ভুক্ত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি মহোৎসব, হস্তশিল্প মেলা, লোকশিল্প উৎসব এবং জোনাল কালচারাল সেন্টারগুলির আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে পটচিত্র শিল্পীদের নিয়মিত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

# জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম জেন জি ডাকঘরের উদ্বোধন

**নতুন দিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫**

এইমসে বিজয়পুর ক্যাম্পাসে প্রথম জেন জি ডাকঘরের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করলো। ক্যাম্পাসের ডাকঘরগুলিকে আধুনিকীকরণে ডাক বিভাগের উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই জেন জি ডাকঘরের লক্ষ্য চিরাচরিত ডাক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে যুবকেন্দ্রিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা। এইমস বিজয়পুর দেশের মধ্যে প্রথম এইমস যেখানে এই জেন জি ডাকঘর চালু হল।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫-এ জেন জি ডাকঘরের উদ্বোধন করেন এইমস বিজয়পুরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অধ্যাপক ডঃ শক্তি কুমার গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রী ডি এস ভি আর মূর্তি, জম্মু পোস্টাল ডিভিশনের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী শাহনওয়াজ খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ভাষণে অধ্যাপক ডঃ শক্তি কুমার গুপ্তা জানান, এই ডাকঘর আধুনিক, সহজ এবং ছাত্রবন্ধু জনপরিষেবা দিতে এইমস

এরপর ৬ পাতায়

# বন্দে ভারত ট্রেনগুলিতে আঞ্চলিক রন্ধনশৈলীর স্বাদ নিতে পারবেন যাত্রীরা

**নতুন দিল্লি ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫**

ভারতীয় রেল বন্দে ভারত ট্রেন যাত্রায় যাত্রী অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলতে আঞ্চলিক রন্ধনশৈলীর মৌলিক স্বাদ সঞ্জাত খাদ্য পরিবেশনের সুবিধা নিয়ে এল। এই উদ্যোগ ভারতের বিপুল বৈচিত্র্য সম্পন্ন রন্ধন প্রনালীর প্রত্যক্ষ স্বাদে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করবে। আরামদায়ক আসনে বসে তাঁরা সেই স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

২০১০১/ ২০১০২ নাগপুর – সেকেন্দ্রাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সফররত যাত্রীরা একদিকে যেমন মহারাষ্ট্রের কান্দা পোয়ার স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন, তার পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের দোন্ডাকায়া করম পরি ফ্রাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্র কোডি পুরার স্বাদও পাবেন। ২০৯০১ এমএমসিটি-জিএনসি বন্দে ভারতে গুজরাটি খাবার মেথাই খেপলার স্বাদও নিতে পারবেন। তার পাশাপাশি ২৬৯০২ এসবিআইবি-ভিআরএল বন্দে ভারত

এরপর ৬ পাতায়

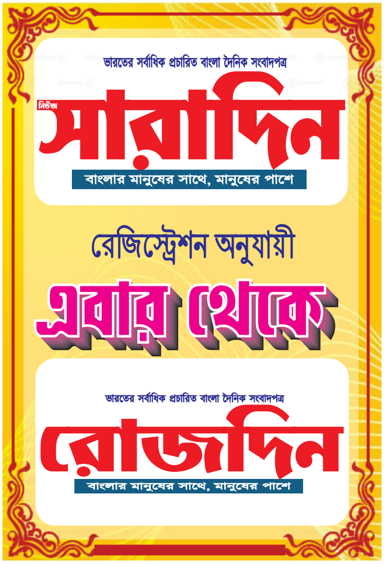


পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# ভারত-ওমান বিজনেস ফোরামের বৈঠকে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মাস্কাটে ভারত-ওমান বিজনেস ফোরামের বৈঠকে ভাষণ দেন। ওমানের বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসার মন্ত্রী আল ইউসেফ, ওমান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান শেখ ফইজাল আল রাওয়াস ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযুষ গোয়েল, সিআইআইএ-র প্রেসিডেন্ট শ্রী রাজীব মেমানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উভয় দেশের জ্বালানী, কৃষি, লজিস্টিকস, পরিকাঠামো, নির্মাণ, স্বাস্থ্য, আর্থিক পরিষেবা, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রের প্রথম সারির বাণিজ্য প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বহু শতাব্দী প্রাচীন দু'দেশের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কের কথা বলেন। মান্ডবী থেকে মাসকাট এই জলপথ সম্পর্ক আজ উজ্জীবিত জলপথ বাণিজ্যের ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি বলেন, কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ওপর গড়ে ওঠা ৭০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা। প্রধানমন্ত্রী ভারত-ওমান সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সম্পর্কের (সিইপিএ) পূর্ণ সুযোগের বাস্তবায়ণে বাণিজ্যিক নেতৃত্বকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একে ভারত-ওমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নকশা বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিইপিএ দ্বিপাক্ষিক শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে এবং পারস্পরিক বিকাশ, উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা গড়ে তুলবে।

বিগত ১১ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্যের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারে বলীয়ান হয়ে ভারত অচিরেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। নীতি সম্ভাবতা, সুশাসন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থাবর্ধনের মধ্যে দিয়ে এই পথ প্রসারিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, গত ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বিকাশ ৮ শতাংশ ছাপিয়ে গেছে। অনিশ্চয়তার বিশ্ব পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েও দেশের অন্তর্গত শক্তি এবং স্থিতিশীল প্রকৃতি এই পথ গড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, ভারত বিশ্বমানের পরিকাঠামো, লজিস্টিকস, যোগাযোগ, বিশ্বস্ত সরবরাহশৃঙ্খল, নির্মাণ দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব বিকাশের মধ্যে দিয়ে জীবনধারা ও ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ ঘটাচ্ছে।

ওমানের ব্যবসায়ীদের জ্বালানী, তেল, গ্যাস, পেট্রো রসায়ন, সার প্রভৃতি এলাকার বাইরেও পরিবেশবান্ধব জ্বালানী, সৌরপার্ক, স্মার্টগ্রিড, কৃষি প্রযুক্তি, ফিনটেক, কৃত্রিম মেধা এবং সাইবার সুরক্ষার দিকে তাকাতে বলেন। ভারত-ওমান কৃষি উদ্ভাবন হাব এবং ভারত-ওমান উদ্ভাবন সেতু গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন, যা দু'দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতির প্রশংসা করে সিইপিএ-কে নতুন উদ্যমে যৌথ উদ্যোগ এবং নীতি প্রণয়নের ডাক দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ও ওমান কেবল ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীই নয়, স্থায়িত্ব, বিকাশ এবং এলাকার যৌথ সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ কৌশলী অংশীদার।

(৫ পাতার পর)

## জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম জেন জি ডাকঘরের উদ্বোধন

বিজয়পুরের দায়বদ্ধতার প্রমাণ।

এই ধরনের ডাকঘর সাজানো হয়েছে সমসাময়িক বিষয় বৈচিত্র্যে। আছে ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা। পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থার সরলীকরণ করা হয়েছে এবং একই ছাদের তলায় ডাক ছাড়াও ব্যাঙ্কিং এবং বিমা পরিষেবা পাওয়া যাবে। উদ্বোধনের দিনে একটি বিশেষ ডাক প্রতীকের উদ্বোধন হয়, যেটি মুদ্রিত করা হয় এইমস বিজয়পুর ডাকঘরে বুক করা সব বহির্গামী ডাকে।

জেন জি ডাকঘরের আরও লক্ষ্য ডাক বিভাগের বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করা। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় ডাক বিভাগ চিরাচরিত ডাকঘরের কার্যাবলির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তরুণ নাগরিকদের আধুনিক, সংযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত পরিষেবা কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে জন্য।

(৫ পাতার পর)

## বন্দে ভারত ট্রেনগুলিতে আঞ্চলিক রন্ধনশৈলীর স্বাদ নিতে পারবেন যাত্রীরা

এক্সপ্রেসের মশালা লৌকির স্বাদের অনন্যতাও পরখ করতে পারবেন। ২২৮৯৫ হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ওড়িশার আলু-ফুলকপির স্বাদও মন হরণ করবে। কেরালার প্রথাগত খাবার সাদা ভাত, পচাক্কা চেরুপায়ার মেজুক্কু পেরাটি, কেরালা কারি, কেরালা পরোটা, দই এবং পলাদা পায়েস আপ্পামের সঙ্গে পাওয়া যাবে ২০৬৩৩/৩৪ কাসারগোদ-ত্রিব্রান্দান বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং ২০৬৩১/ ৩২ ম্যাঙ্গালোর-ত্রিব্রান্দাম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কষা পনির ২০৮৭২ আরওইউ-এইচডব্লিউএইচ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মিলবে। সেইসঙ্গে আলু পটল ভাজা ২২৮৯৫ এইচ ডব্লিউএইচ- পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাওয়া যাবে। বিহারের বিশিষ্ট থালি চম্পারণ পনিরের ২২৩৪৯ পিএনবিই- আরএনসি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে দেখা মিলবে এবং চম্পারণ চিকেন পাওয়া যাবে ২২৩৪৮ পিএনবিই-এইচডব্লিউএইচ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে।

অম্বল কুড্ডু এবং জম্মু চানা মশালা সহ ডোগরি খাবারের স্বাদ পাওয়া যাবে ২৬৪০১-০২ এবং ২৬৪০৩-০৪ ট্রেনে। এবং টমেটো চামন এবং কেশর ফিরনি সহ কাশ্মীরী বিশেষত্ব সমৃদ্ধ খাবার ২৬৪০১/০২ এবং ২৬৪০৩/ ০৪ এসভিডিকে-এসআইএনএ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাওয়া যাবে।

মহারাষ্ট্রের মশালা উপমা পাওয়া যাবে ২২২২৯ সিএসএমটি- এমএও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে । আর পশ্চিমবঙ্গের মুরগির ঝোল পরিবেশিত হবে ২২৩০২ এনজিপি-এইচডব্লিউএইচ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে।

এই অভিনব উদ্যোগের ফলে ভারতীয় রেল দেশের বৈচিত্র্যময় নানা স্বাদের খাবার পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে রেল যাত্রাকে স্মরণীয় ও উপভোগ্য করে তুলছে।

# সিনেমার খবর

## ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে চোখ ভিজল সালমানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে সালমান খানের সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বাবা-ছেলের মতো। কয়েকবার প্রকাশ্যে সালমানকে নিজের তৃতীয় ছেলে আখ্যা দেন প্রয়াত এ কিংবদন্তি অভিনেতা। এবার ‘বিগ বস ১৯’-এর মঞ্চে সমাপনী পর্বে তাকে স্মরণ করে চোখ ভিজল ভাইজানের।

এদিন ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কাটানো একাধিক সুন্দর মুহূর্ত প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন সালমান। একইসঙ্গে তিনি অভিনেতার শেষকৃত্য নিয়ে ভক্ত মহলে তৈরি হওয়া বিতর্কেরও অবসান ঘটান।

পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে নীরবে ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সিদ্ধান্তে বহু ভক্ত হতাশ হয়েছিলেন। শেষবারের মতো অভিনেতাকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখও ছিল তাদের। এই নীরবতার প্রশংসা করে সালমান বলেন, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, তিনি ২৪ নভেম্বর মারা গেছেন। যেদিন ছিল আমার বাবার জন্মদিন।

তিনি আরও বলেন, ৮ ডিসেম্বর ধর্মেন্দ্রজির জন্মদিন। সেদিন আবার আমার মায়েরও জন্মদিন। খালি ভাবছি আমার যদি এরকম অনুভব হয়, তাহলে একটু ভাবুন সানি এবং তার পরিবার ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বেঁচে থাকলে এবার ৯০তম জন্মদিনে পা রাখতেন ধর্মেন্দ্র। তার সপ্তাহ দুয়েক আগেই সবাইকে কাঁদিয়ে পাড়ি জমান না ফেরার দেশে।

## ‘ধুরন্ধর’ এর কিছু দৃশ্যের শুট কি পাকিস্তানে হয়েছে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিচালক আদিত্য ধরের বহুচর্চিত ছবি ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলছে। ছবিতে পাকিস্তানের লিয়ারি, করাচি এবং বালোচিস্তানের কিছু অঞ্চল দেখানো হয়েছে। পর্দায় সেসব দৃশ্য দেখে অনেক দর্শকই ধারণা করেছেন শুটিং কি সত্যিই পাকিস্তানেই হয়েছে? একই প্রশ্ন উঠেছে সে দেশের দর্শকদের মধ্যেও; স্ক্রিনে পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাঁরা বিস্মিত।

তবে বাস্তবতা অন্য। ছবিতে পাকিস্তানের অঞ্চল দেখানো হলেও শুটিংয়ের জন্য সে দেশে যাওয়া হয়নি। পাকিস্তানের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এমন জায়গাতেই ক্যামেরা ধরেছেন নির্মাতারা। রণবীর সিং-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুট হয়েছে লাদাখে। অক্ষয় খন্নার ফিলিপারচি গানের দৃশ্যও ধারণ করা হয়েছে সেখানে। এর পাশাপাশি লুধিয়ানা ও ব্যাঙ্ককেও শুট হয়েছে ছবির আরও কয়েকটি অংশ।

এদিকে আলাদা ঘটনায়, পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি জানিয়েছেন, এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ নিয়ে বান্দোয়ান এলাকার কয়েকটি জায়গায় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর বান্দোয়ান থানায় একটি মামলা দায়ের হয় এবং সেই মামলায় বিপিনবিহারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

## আবারও বিয়ের পিঁড়িতে ‘পাখি’: কবে, কোথায় দিনক্ষণ জানালেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিপাড়ায় আবারও বাজতে চলেছে বিয়ের সানাই। নতুন সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। ছোটবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ের দিনক্ষণ ও আয়োজন—সবই এখন প্রায় নিশ্চিত।

দেবমাল্যের সঙ্গে মধুমিতা সরকারের প্রেম টলিউডে বহুদিনের আলোচিত বিষয়। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্কের পর এবার বিয়ের দিনক্ষণ জানালেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি বসবে মধুমিতা–দেবমাল্যর বিয়ের আসর। বিয়ের আয়োজন হবে বারুইপুর রাজবাড়িতে। সাবেকি সাজেই সেজে উঠবেন নবদম্পতি—এটাই তাদের প্রথম পছন্দ।

বিয়ের পর ২৫ জানুয়ারি হবে রিসেপশন। এই অনুষ্ঠানটি হবে শোভাবাজার রাজবাড়িতে। টলিপাড়ার বহু তারকাই উপস্থিত থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগেও একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন মধুমিতা। ছোটপর্দার অভিনেতা সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, তবে সেই সংসার টেকেনি। পরবর্তীতে দেবমাল্যের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ান তিনি।

মধুমিতা জানান, ২০১৯ সালে তাদের প্রথম দেখা। যদিও তখন ঘনিষ্ঠতা বাড়েনি। কয়েক মাস আগে আবার কথা বলা শুরু হলে বন্ধুত্ব থেকে গড়ে ওঠে সম্পর্ক—এরপর সেখান থেকেই বাড়তে থাকে তাদের পথচলা।

‘বোঝে না সে বোঝে না’ ধারাবাহিকের ‘পাখি’ চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান মধুমিতা। এরপর ‘পরিবর্তন’, ‘লাভ আজ কাল পরশু’, ‘চিনি’, ‘দিলখুশ’, ‘সূর্য’, ‘কুলের আচার’সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

# অ্যাডিলেডে হারের প্রহর গুনছে ইংল্যান্ড

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পার্থ ও ব্রিসবেন টেস্টে ব্যর্থতার পর অ্যাডিলেডকে অ্যাশেজে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেবে দেখেছিল ইংল্যান্ড। তবে তৃতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারছে না ইংলিশ ব্যাটিং লাইনআপ। ছোট ছোট জুটি গড়লেও সেগুলো বড় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন ব্যাটাররা।

দ্বিতীয় দিন শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ২১৩ রান। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের চেয়ে তারা এখনও পিছিয়ে রয়েছে ১৫৮ রানে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনের শুরুতে প্রথম সেশনে আরও ৪৫ রান যোগ করেই অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩৭১ রান। ইংল্যান্ডের হয়ে জোফরা আর্চার নেন সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩৭ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। তবে কামিন্সের বলে ৯ রান করে ক্রলি ফিরতেই বিপর্যয় নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে। মাত্র এক রানের ব্যবধানে ওলি পোপ (৩) ও বেন ডাকেটকে (১৯) ফিরিয়ে নাথান লায়ন ছাড়িয়ে যান গ্লেন ম্যাকগ্রার রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন এই অফ স্পিনার। ৪২ রানেই ৩ উইকেট হারায় সফরকারীরা।

এরপর জো রুট ও হ্যারি ব্রুকের জুটিতে আসে ২৯ রান। তবে ১৯ রান করা রুট কামিন্সের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন। ৭১ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। পঞ্চম উইকেটে ব্রুক ও অধিনায়ক বেন স্টোকস যোগ করেন ৫৬ রান। ক্যামেরন গ্রিন ৪৫ রান করা ব্রুককে ফিরিয়ে দিলে ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ১২৭/৫।

স্টোকস ও জেমি স্মিথ মিলে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করলেও সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২২ রান করা স্মিথকে কামিন্স আউট করলে ষষ্ঠ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। এরপর দ্রুত উইল জ্যাকস (৬) ও ব্রাইডন কার্স (০) ফিরলে স্কোর দাঁড়ায় ১৬৮/৮। দুটি উইকেটই নেন স্কট বোল্যান্ড।

শেষদিকে জোফরা আর্চারকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন বেন স্টোকস। অবিচ্ছিন্ন ৪৫ রানের জুটিতে দ্বিতীয় দিন শেষ করে ইংল্যান্ড। স্টোকস ১৫১ বলে ৪৫ রান করে অপরাজিত আছেন। আর্চার ওয়ানডে মেজাজে ৪ চারে ৪৮ বলে ৩০ রান করে অপরাজিত। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় দিনে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। স্কট বোল্যান্ড ও নাথান লায়ন নেন দুটি করে উইকেট, আর একটি উইকেট পান ক্যামেরন গ্রিন।

## লাথাম-কনওয়ের ব্যাটে ভাঙল ৯৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টম লাথাম ও ডেভন কনওয়ের ব্যাটে ইতিহাস গড়েছে নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে ওপেনিং জুটিতে তারা ভেঙে দিয়েছেন ৯৫ বছরের পুরোনো এক রেকর্ড। একই সঙ্গে গড়েছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি।

প্রথম উইকেটে লাথাম ও কনওয়ের জুটি দাঁড়ায় ৩২৩ রানের। অধিনায়ক লাথাম খেলেন ১৩৭ রানের ইনিংস, যা তার ক্যারিয়ারের ১৫তম টেস্ট সেঞ্চুরি। অপর প্রান্তে ডেভন কনওয়ে দিন শেষ করেন অপরাজিত ১৭৮ রানে টেস্ট ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ শতক।

এই জুটির মাধ্যমে ভেঙে যায় ১৯৩০ সালে গড়া স্টিভি ড্যাম্পস্টার ও জন মিলসের রেকর্ড। ওয়েলিংটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেবার ওপেনিংয়ে তারা করেছিলেন ২৭৬ রান, যা এতদিন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি ছিল।

লাথাম-কনওয়ের দাপটে প্রথম দিন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখে স্বাগতিকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা ছিলেন সম্পূর্ণ চাপে। শেষ দিকে অভিজ্ঞ পেসার কেমার রোচের বলে লাথাম আউট হলে ৩২৩ রানে ভাঙে এই ঐতিহাসিক জুটি।

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে এর আগে ওপেনিংয়ে ৩০০ ছাড়ানো জুটি দেখা গিয়েছিল ১৯৭২ সালের এপ্রিলে। তখন গ্লেন টার্নার ও টেরি জার্ভিস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গড়েছিলেন ৩৮৭ রানের উদ্বোধনী জুটি। সেই রেকর্ড ছোঁয়া না গেলেও, লাথাম ও কনওয়ের জুটি টেস্ট ইতিহাসে যৌথভাবে দ্বাদশ সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটির স্বীকৃতি পেয়েছে।

এদিকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ওপেনিং জুটির রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন এই দুজন। এর আগে ২০১৯ সালে বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রোহিত শর্মা ও মায়াঙ্ক আগারওয়াল করেছিলেন ৩১৭ রানের জুটি। সেটিকে ছাড়িয়ে গিয়ে স্টাম্পসের ঠিক আগে নতুন ইতিহাস গড়ে নিউজিল্যান্ড। ফলে ম্যাচের প্রথম দিনটি পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

## ইরানে খেলতে না যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা পেল মোহনবাগান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ইরানে এশিয়ান ফুটবল কাউন্সিল(এএফসি) চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুর ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় ভারতীয় ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। জরিমানার পাশাপাশি ক্লাবটিকে ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এতে ২০২৭-২৮ মৌসুম পর্যন্ত এএফসির কোনও প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে না সবুজ-মেরুন শিবির। এর পাশাপাশি ১ লাখ ৭২৯ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। মোহনবাগান সরকারি ভাবে শাস্তি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে ক্লাব সূত্রে খবর, শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সেপাহানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ইরানে যায়নি মোহনবাগান। ফুটবলারদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইরানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। নিরপেক্ষ কোনও দেশে ম্যাচ আয়োজনের আবেদন করা হয়। কিন্তু এএফসি সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি।

সে সময় এএফসি প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিল, এ বারের এএফসি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মোহনবাগানের পাওয়া সব পয়েন্ট কেটে নেওয়া হবে। তবে বড় শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) এএফসির শৃঙ্খলারক্ষা এবং এথিকস কমিটি মোহনবাগানকে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নেয়।মোহনবাগানকে করা জরিমানার মধ্যে ধরা রয়েছে এএফসি এবং সেপাহানের আর্থিক ক্ষতি।

শাস্তির ফলেআইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলেও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে খেলতে পারবে না মোহনবাগান। উল্লেখ্য, গত মৌসুমেও নিরাপত্তার কারণে ইরানে দল পাঠাননি সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ। ইরানে খেলতে যাওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন জেসন কামিংস, জেমি ম্যাকলারেনসহ বেশ কয়েক জন ফুটবলারও।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR